হজ ২০২৪ (২য় পর্ব): হজের প্যাকেজ নির্বাচন

ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন

হজের ফরজ কাজ তিনটি (৩):

১. ইহরাম বাঁধা; ২. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা; ৩. তাওয়াফে জিয়ারত বা কাবা তাওয়াফ করা

হজের ওয়াজিব কাজ ছয়টি (৬):

১. মুজদালিফায় নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করা
২. নির্দিষ্ট দিনে জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা
৩. হজের কুরবানি করা
৪. ইহরাম ত্যাগের জন্য মাথার চুল মুন্ডানো বা ছোটো করা
৫. তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ি তাওয়াফ করা
৬. সাফা মারওয়া সায়ি করা

জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত এই পাঁচ দিনে পাঁচ জায়গায় (১. মিনা ২. আরাফা ৩. মুজদালিফা ৪. জামারাত ৫. বাইতুল্লাহ) নয় কাজ (৩ ফরজ+৬ ওয়াজিব) করাকে হজ বলে। হজের কার্যক্রমগুলো নীচের ছবিতে তুলে ধরা হল।

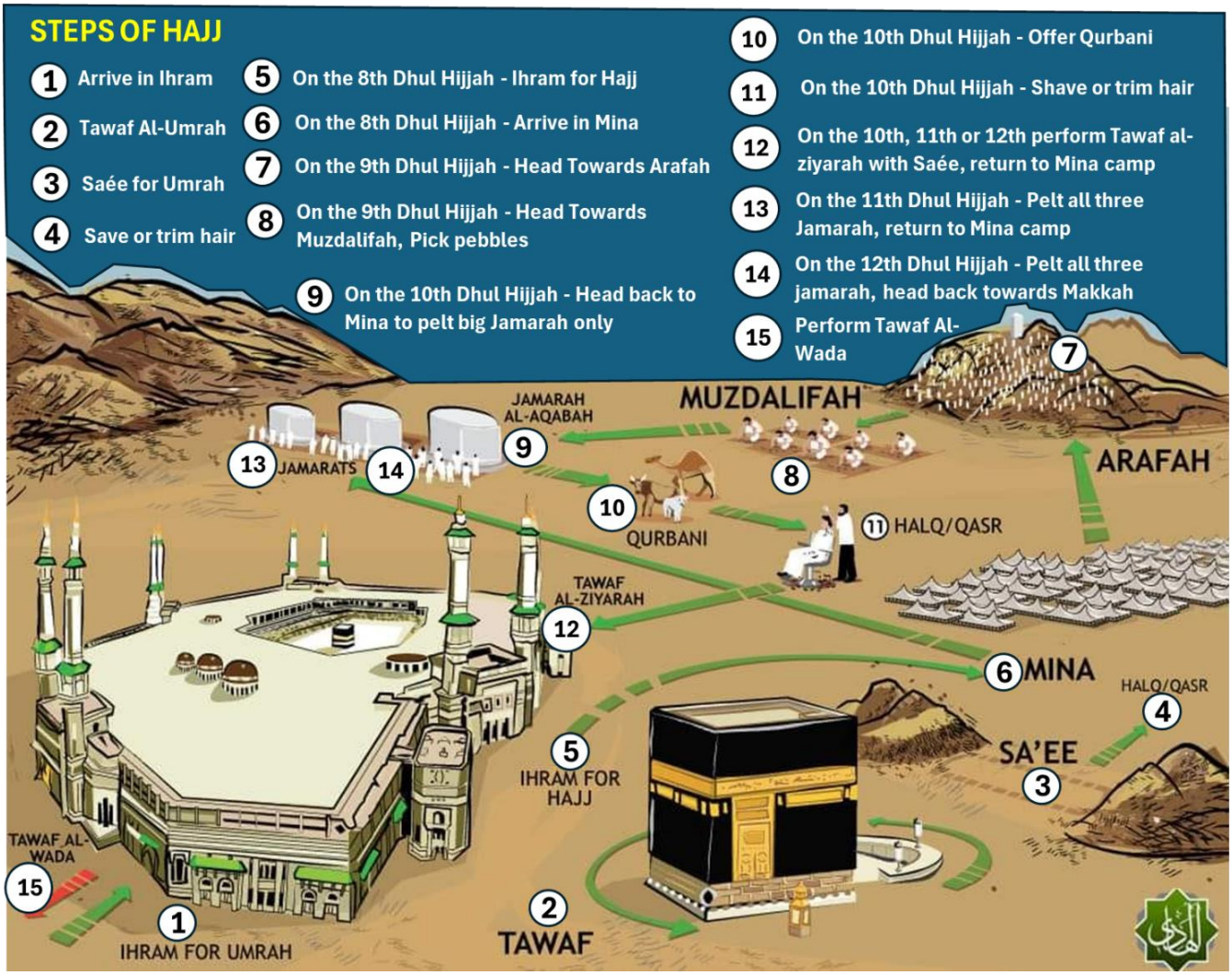

হজ তিন প্রকার: ১. কিরান ২. তামাত্তুম ও ৩. ইফরাদ। মক্কার বাইরে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা উপরোক্ত যে কোনো প্রকার হজ করতে পারেন।

১. কিরান: মীকাত অতিক্রমের পূর্বে উমরা ও হজের ইহরাম বেঁধে একই ইহরামে উমরাহ ও হজ উভয়টি সম্পন্ন করা। প্রথমে মক্কায় পৌঁছে উমরা করা। অতঃপর এই ইহরাম দ্বারা হজের সময়ে হজ করা ও কুরবানী দেয়া।

২. তামাত্তু হজ: মিকাত থেকে শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা এবং মক্কায় পৌঁছে উমরার কাজ সম্পন্ন করা ও পরে চুল কেটে বা চেঁছে ইহরাম মুক্ত হওয়া। অতঃপর এই সফরেই হজের ইহরাম বেঁধে হজের নির্ধারিত কাজগুলো সম্পন্ন করা এবং কুরবানী দেওয়া। আমরা তামাত্তু হজ করেছি।

৩. ইফরাদ: মিকাত থেকে শুধু হজের নিয়াতে ইহরাম বাঁধা এবং মক্কায় পৌঁছে উমরা না করা বরং তাওয়াফ সেরে ইহরাম অবস্থায় হজের জন্য অপেক্ষা করা। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে হজের আমলগুলো সম্পন্ন করা।

হজের যাবার আগে বৈষয়িক ও মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ হজ মন্ত্রনালয়ের সাথে প্রাক-নিবন্ধনের পর এ বছরের জানুয়ারীতেই আমার হজ কোটা নিশ্চিত হয়েছিল। যা আমাকে মানসিক স্বস্তি দিয়েছিল। ফলে আমি সময় নিয়ে প্রস্তুতি নিতে পেরেছিলাম।

হজের যাবার আগে নিজের পছন্দনীয় একটি প্যাকেজ নির্বাচন করা খুব একটা সহজসাধ্য কাজ নয়। হজের কার্যক্রম (Rites) সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় অনেক সময় হাজিরা সঠিক প্যাকেজ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হন এবং পরে বিপাকে পড়েন। এছাড়া অনেক এজেন্সি হজের প্যাকেজে বহু সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তা দিতে ব্যর্থ হন। তাই আগে ভাগে প্যাকেজের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এজেন্সির সাথে কথা বলে নেয়া উচিত।

নুসুক প্ল্যাটফর্মে অবশ্য এজেন্সির সাথে আগে কথা বলার সুযোগ থাকনা। অনলাইনে বিস্তারিত পড়ে নিয়ে একটা ধারণা করতে হয়। ভালো প্যাকেজগুলোর বেশী চাহিদা থাকে বলে সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। তাই ইচ্ছে থাকলেও নিজের পছন্দমতো প্যাকেজ পাওয়া যায়না। এখন আমি যে বাংলাদেশী প্যাকেজে গিয়েছি তার বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সাধারণত সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে হজ এজেন্সিগুলো বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজ দিয়ে থাকে। যেমন - ভিআইপি, এ, বি, সি ইত্যাদি। মক্কা ও মদিনায় বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী থেকে হোটেলের দুরত্ব, হোটল রুমে কয়জন থাকবে, মিনা ক্যাম্পের মান, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে প্যাকেজের মূল্য ও ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা হয়।

এছাড়া অনেক এজেন্সি হাজীদের প্রথমে সরাসরি মদিনায় নিয়ে যায় এবং হজের আগে মক্কায় নিয়ে আসে। হজের মওসুমে মক্কায় হোটেল ভাড়া মদিনার চেয়ে বহুগুনে চড়া হওয়ায় হাজীদের আগে মদিনায় রাখলে তাদের অর্থ সাশ্রয় হয়।

এবার মিনা ক্যাম্পের কথায় আসি। হজের সময় মিনায় তিন রাত থাকতে হয় তাই অনেকে মান সম্পন্ন মিনা ক্যাম্পে থাকতে চান। মিনা ক্যাম্পে আরব দেশ, দক্ষিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলো সহ বিভিন্ন দেশের হাজীদের জন্য নির্ধারিত এলাকা রয়েছে। সুযোগ-সুবিধার উপর ভিত্তি করে মিনায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ক্যাম্প রয়েছে:

Al Kabsh (VIP) - জামারাত থেকে ৩০০-৭০০ মি. দুরত্বে অবস্থিত এই ক্যাম্পের প্রতি তাবুতে হাজীর সংখ্যা ১০-২০জন। এতে রয়েছে সোফা বেড, বালিশ, লেপ, ও Split AC. রয়েছে সকালের নাস্তা, দুপর ও রাতের খবার (বিভিন্ন আইটেমের বুফে খাবার)।

Category A - জামারাত থেকে ৬০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত এই ক্যাম্পের প্রতি তাবুতে হাজীর সংখ্যা ১০-২০জন। অন্যান্য সুবধিাগুলো ভিআইপি ক্যাম্পের মত।

Al Muaisim - অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, তুরস্ক ও ইউরোপের হাজীদের এই ক্যাম্প রাখা হয়। জামারাত থেকে এর দুরত্ব প্রায় ৪ কিলোমিটার। প্রতি তাবুতে হাজীর সংখ্যা ৫০-১০০ জন। বাকী সুধিাগুলো ভিআইপি ও এ ক্যাটাগরীর মাঝামাঝি।

Category B - জামারাত থেকে দুরত্ব প্রায় ৫০০মিটার থেকে ১ কিলোমিটার। প্রতি তাবুতে হাজীর সংখ্যা ৩০-৫০ জন। এতে রয়েছে বালিশ, লেপ ও Split AC. সকালের নাস্তা, দুপর ও রাতের খাবার (বুফে খাবার)

Category C - জামারাত থেকে দুরত্ব প্রায় ১-৩ কিলোমিটার। প্রতি তাবুতে হাজীর সংখ্যা ১০০ জনের বেশী। এতে থাকবে ৫৫০ মিমি চওড়া ফোম ম্যাট্রেস, ছোটো বালিশ, চাদর ও এসি। মোয়াল্লেম সরবরাহকৃত তিন বেলার খাবার (বুফে নাই)।

Category D - জামারাত থেকে দুরত্ব ৩ কিলোমিটারেরও বেশী। প্রতি তাবুতে হাজীর সংখ্যা ১০০- ১৫০ জন। ৫৫০ মিমি চওড়া ফোম ম্যাট্রেস, ছোটো বালিশ, চাদও ও এয়ারকুলার। মোয়াল্লেম সরবরাহকৃত তিন বেলার খাবার (বুফে নাই)।

ক্যাম্প ক্যাটাগরী আপগ্রেড করা যায়। যেমন ক্যাটাগরি ডি থেকে এ-তে আপগ্রেড করতে চাইলে কোনো কোনো এজেন্সি আড়াই লক্ষ টাকা অতিরিক্ত চার্জ করে। তবে আপগ্রেড করাটা খুব সহজ কাজ নয়। এটা সৌদি আরবের মোয়াল্লেমের সাহায্য নিয়ে করতে হয়। এছাড়া হাজীদের সাথে আপগ্রেডেড ক্যাম্পে এজেন্সির একজন প্রতিনিধিও দিতে হয়। তাই ভিআইপি প্যাকেজ না নিয়ে অন্য প্যাকেজ নিলে মিনা ক্যাম্প আপগ্রেড করতে এজেন্সি অনীহা প্রকাশ করে। এজন্য ইচ্ছে থাকলেও আমার মিনা ক্যাম্প আপগ্রেড করা সম্ভব হয়নি। তাই প্যাকেজ র্নিধারণ করার সময় মিনাতে কোনে ক্যাটাগরি ক্যাম্পে রাখা তা পরিস্কার জেনে নেয়া উচিত। মিনা ক্যম্পের একটা বিস্তারিত ম্যাপ দিলাম (ছবি দেখুন)।

এবার আমাদের হজ প্যাকেজের সুযোগ-সুবিধাগুলোর বর্ণনা দিচ্ছি:

- ❖ প্যাকেজের সময়সীমা: বাংলাদেশী প্যাকেজগুলোর সময়সীমা ১৫ দিন থেকে সর্বোচ্চ ৪৫ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে আমরা যারা অস্ট্রেলিয়া থেকে গিয়েছি তাঁদের অধিকাংশই ১৫ কিংবা ২১ দিনের প্যাকেজ নির্বাচন করি।
- ❖ মক্কার হোটেল: জিদ্দা বিমানবন্দর থেকে আমাদের সরাসরি মক্কার হোটেলে নেয়া হয় এবং হজের পর আমরা মদিনায় যাই। পরে মদিনা থেকে জিদ্দা হয়ে অস্ট্রেলিয়া ফিরে আসি। মক্কায় আমাদের হোটেল মসজিদুল হারাম থেকে ৭/৮ মিনিট হাঁটার দূরত্বে ক্লক টাওয়ারের পেছনে মিসফালা এলাকায়, বিখ্যাত কবুতর চত্বরের সাথেই ছিল। মহিলা ও পুরুষদের আলাদাভাবে হোটেল রুমে চারজন করে রাখা হয়। তিনজন কিংবা স্বামী-স্ত্রী দুইজনও একজন রুমে থাকার অপশান রয়েছে। তবে এজন্য অতিরিক্ত ফি গুনতে হবে।
- ❖ পছন্দের প্যাকেজে হোটেল কেমন দিচ্ছে তা যাচাই করতে হলে হোটেলে কতটা স্টার রয়েছে তা না দেখে বরং আপনার হোটেল হারাম শরীফের কতটা কাছে সেটাই আগে দেখা উচিত। হোটেল হারাম শরীফের যত কাছে হবে হারামে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় ও তাওয়াফ করা ততটা সহজ হবে।
- ❖ আমাদের হোটেলের রেস্তোরাঁয় তিন বেলা বাংলাদেশী খাবার দেয়া হত। মাছ, মাংস, ডাল, শাক, বিরিয়ানীর স্বাদ যেনো এখনো মুখে লেগে আছে। মিসফালাকে বাঙালি পাড়া বললেই চলে। অধিকাংশ বাংলাদেশী হাজিরা এই এলাকার হোটেলে থাকেন। মিসফালার হোটেল থেকে বের হলেই চোখে পড়বে সারি সারি বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী রেস্তোরাঁ।
- ❖ মদিনাতে আমাদের মান সম্মত হোটেলে রাখা হয় যা মসজিদে নববী থেকে মাত্র তিন মিনিট হাঁটার পথ। এখানেও তিন বেলা বুফে খাবার সরবরাহ করা হত।
- ❖ মক্কা থেকে মিনা ক্যাম্প, মিনা থেকে আরাফাত, জামারাত থেকে মক্কা, মক্কা থেকে মদিনা, এবং ফিরে আসার সময় মদিনা থেকে জিদ্দা বিমান বন্দর পর্যন্ত এজেন্সির পক্ষ থেকে বাস সার্ভিস ছিলো। মিনা থেকে জামারাত ট্রেনে করেও যাওয়া যায়। হাজিরা চাইলে হারামাইন হাই স্পিড ট্রেনে চড়ে মক্কা থেকে মদিনা কিংবা জিদ্দা বিমানবন্দরে যেতে পারেন। অন-লাইনে ট্রেনের টিকিট কাটা যায়। ট্রেনের টিকেট দ্রুত ফুরিয়ে যায় তাই আগে ভাগে টিকেট কাটা উচিত। উল্লেখ্য হারামাইন হাই স্পীড ট্রেনে বড় আকারের লাগেজ রাখারও সুব্যবস্থা রয়েছে।
- ❖ বাসে করে মক্কা ও মদিনার দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শনের সুব্যবস্থা ছিল।
- ❖ মিনা ক্যাম্পে বাংলাদেশী হাজীদের সাধারনত ডি ক্যাটাগরী তাবুতে রাখা হয়। হাজীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুজদালিফার কিছু অংশ মিনার মধ্যে অর্ন্তভূক্ত করে নেয়া হয়েছে। এজন্য মিনা ক্যাম্পের ম্যাপে দেখা যায় অধিকাংশ বাংলাদেশী তাবু মিনার সীমানা ছাড়িয়ে মুজদালিফায় মধ্যে। আমাদের তাবুটাও ছিল মুজদালিফায়। এর সুবিধা হচ্ছে, আমাদের তাবুর মধ্যে রাত্রি যাপন করলেই মুজিদালিফায় থাকার শর্ত (ওয়াজিব) আদায় হয়ে যাবে। আমাদের তাবুর ৫০ মিটারের মধ্যেই ছিল কার্পেট বিছানো মুজদালিফায় রাত্রি যাপনের জায়গা (ছবি দেখুন)। ওখানে জায়গা না পাওয়ায় পাশে রাস্তাতেই খোলা আকাশের নীচে আমরা রাত কাটাই। মুজদালিফায় জামারাতে মারার জন্য কংকর যোগাড় করতে হয়। ইদানিং হজ গ্রুপের মোয়াল্লেমরাই ব্যাগে করে হাজীদের কংকর সরবরাহ করেন।
- ❖ আমাদের মিনা ক্যাম্পের তাবুতে প্রায় ১৫০জন হাজী ছিলেন। শোবার জন্য ছিল ৫৫০ মিমি চওড়া পাতলা ফোম ম্যাট্রেস। প্রচন্ড গরমের সময় এ ধরণের তাবুতে থাকা অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জিং মনে হতে পারে। কারন অনেক

সময় এয়ার কুলার কাজ করেনা, আর টয়লেটে থাকে লম্বা লাইন। এজন্য প্রচুর ধৈর্য ধারণ করতে হয় এবং সহনশীল হতে হয়। মিনার তাবুতে ঢুকে ভেতরটা দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। তবে আলহামদুলিল্লাহ, মানিয়ে নিতে কোনো সমস্যা হয়নি। আমি এটাকে হজের একটা পরীক্ষা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। তাবুতে আশে পাশের লুঙ্গী ও গামছা গায়ে হাজীদের দেখে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর যে দেশেই থাকিনা কেন, আমিতো এঁদেরই একজন, এখানেইতো অমার শেকড়।

- ক্যাম্পে খাবার পানির কোনো সমস্যা নেই। তাবুর বাইরে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে ফ্রিজ ভর্তি পানির বোতল। ক্যাম্পের এক পাশে রয়েছে রান্না ঘর, যেখানে বিশাল বিশাল হাড়িতে বাংলাদেশী হাজীদের জন্য খাবার পাকানো হয়। তিন বেলা বক্সে করে তাবুতেই হাজীদের খাবার সরবরাহ করা হয়। এছাড়া তাবুর বাইরে বড় বড় ডিসপেন্সারে থাকে গরম চা। চায়ের জন্য দেখলাম লম্বা লাইন। একবার দেখি খাওয়া দাওয়া শেষে পর এক হাজী পানের ডিব্বা খুলে বসেছেন। চাইলে আমাকেও একটু ভাগ দিলেন।
- ক্যম্পে Squat & Commode দু'ধরণেরই টয়লেট রয়েছে। টয়লেটগুরো নতুন, বেশ পরিচ্ছন্ন। নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। তাই যেমনটা আগে ভেবেছিলাম সেরকম নয়।
- আরাফাতের ক্যাম্প আরেকটু উন্নত মনে হল, তাতে Split AC ছিল। এখানেও বাংলাদেশী খাবারের ছিল।
- হজের পর কুরবানীর ব্যবস্থাও এজেন্সি করে দেয়। কুরবানীর জন্য জন প্রতি আমরা ৭০০ রিয়াল করে দেই। তবে সরকারী মূল্য হচ্ছে প্রতি ভাগ ৭২০ রিয়াল। এই টাকা নিজে যে কোনো স্থানীয় ব্যাংকে কুরাবানীর জন্য জমা দেয়া যায়। কুরবানী দেয়ার পর কর্তৃপক্ষ আপনার ফোনে ম্যাসেজ দিয়ে জানিয়ে দেবে।
- মদিনায় রিয়াদুল জান্নায় জিয়ারতের গ্রুপ বুকিংও এজেন্সির পক্ষ থকে দেয়া হয়। অবশ্য গ্রুপ বুকিং-এর জন্য বসে না থেকে ফোনে নুসুকের অ্যাপস নামিয়ে নিজেও বুকিং দেয়া য়ায়। তবে সেটা দেরী না করে বুকিং দেয়া উচিত নাহলে পরে স্লট পাওয়া মুশকিল । (চলবে)

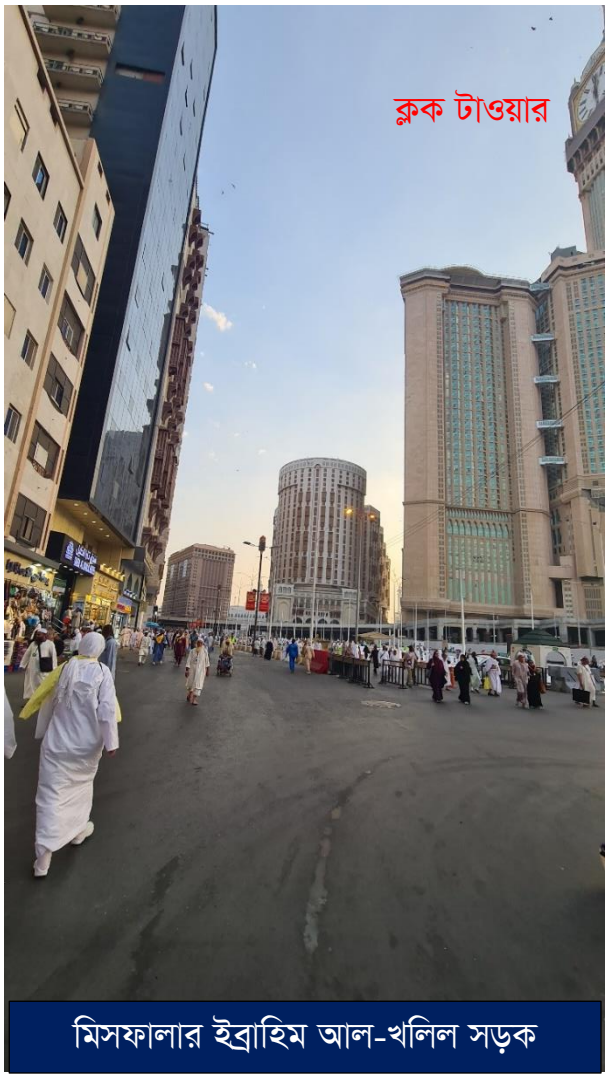

মিসফালার ইব্রাহিম আল-খলিল সড়ক

বিখ্যাত কবুতর চত্বর

মিসফালার ব্যস্ত সড়ক

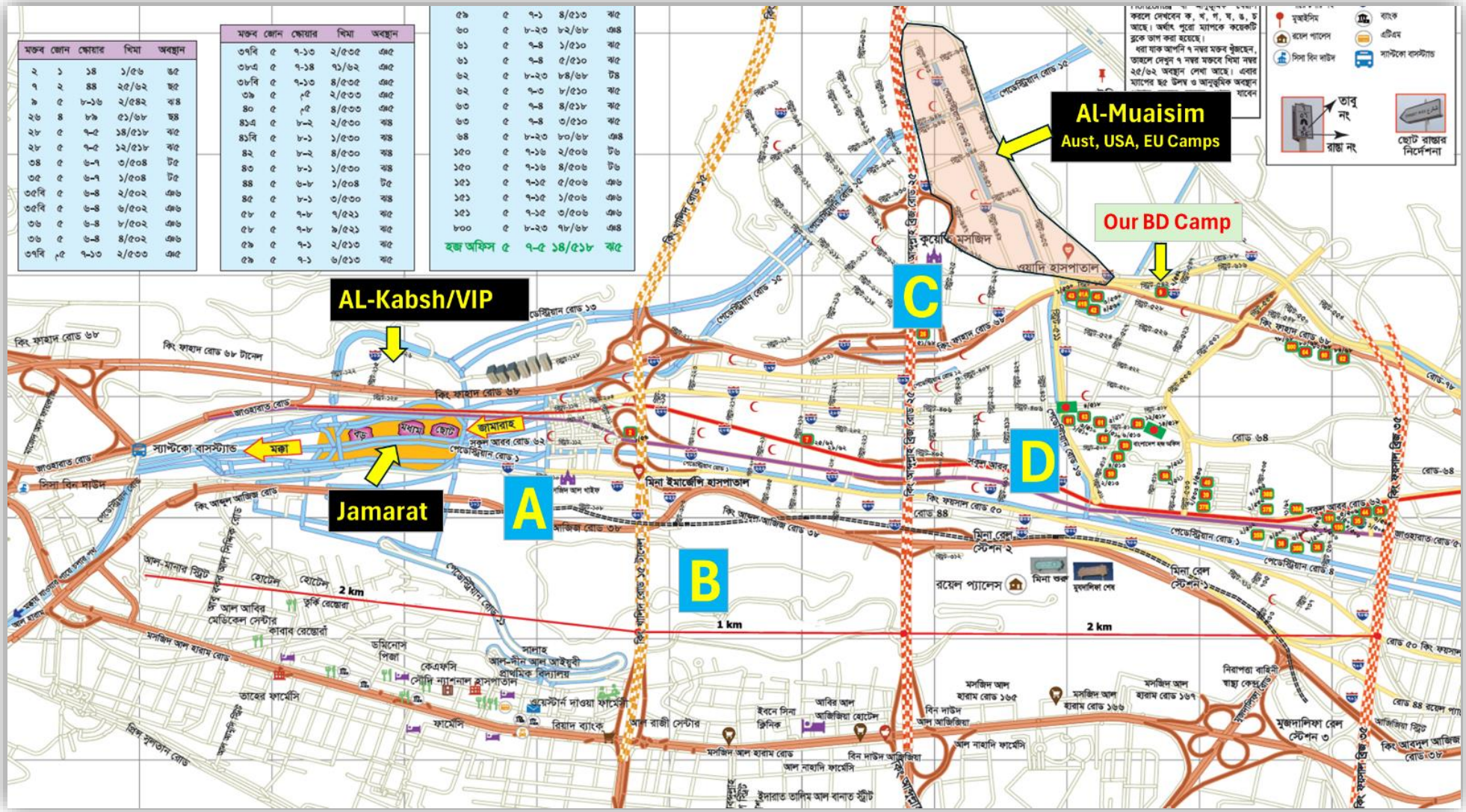

Al-Muaisim
Aust, USA, EU Camps
Our BD Camp
AL-Kabsh/VIP
Jamarat
A
B
C
D
জামারাহ
মক্কা
মিনা ইমার্জেন্সি হাসপাতাল
রয়েল প্যালেস
2 km
1 km
2 km

মিনা ক্যাম্পের ম্যাপ

মিনাতে বাংলাদেশী তাবুর অভ্যন্তরের দৃশ্য

মিনা ক্যাম্পে বাংলাদেশী রান্না ঘর

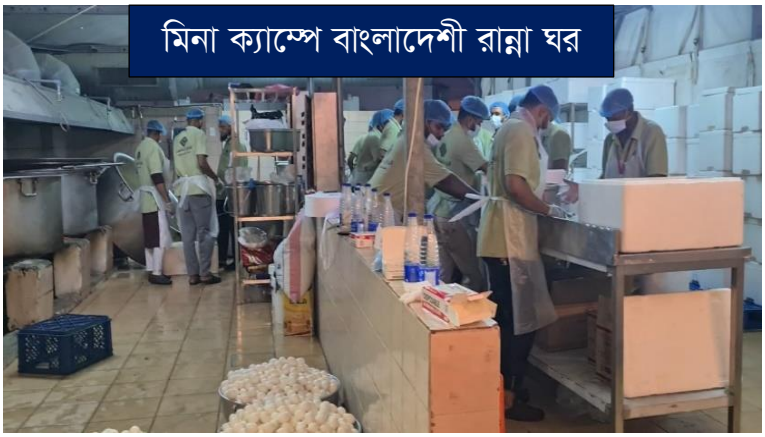

মিনা ক্যাম্প

মিনা ক্যাম্পের বাহিরের দৃশ্য

গরম চা

মুজদালিফা

আরাফাতের তাবু